unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

সাবাই

“কোনো সমাজকে শুধু তার সৃষ্টি দিয়ে নয়, বরং বোঝা যায় সে যা ধ্বংস করতে অস্বীকার করে তা দিয়ে।”

জন. সি. সহিল

সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষ, দি নেচার কনজারভেন্সি

নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি-র দ্বাদশ সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

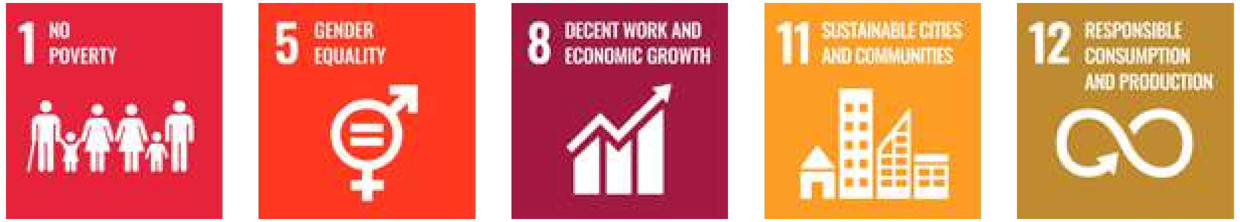

সাবাই

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রামে প্রচুর সাবাই ঘাস দেখা যায়। এটা একই সঙ্গে শক্ত ও নরম। এই জেলাগুলির জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় থাকা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলারা এই প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে নানা ধরনের পরিবেশবান্ধব এমন বহু জিনিস বানান। প্রাকৃতিক তন্তু গড়ে তোলে সবুজ অর্থনীতি এবং প্রচলন হয় পরিবেশবান্ধব সামগ্রীর ব্যবহার। সাবাই আজ এই মহিলাদের জীবনে নিয়ে এসেছে আশার আলো কারণ এর মধ্যে রয়েছে তাদের ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা এবং কাজের খোঁজে বাইরে যাওয়া কমানো। রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব প্রকল্প পরিবেশবান্ধব সামগ্রী তৈরির দক্ষতা বাড়িয়ে গ্রামীণ উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে প্রায় ৫০০০ শিল্পী নিয়ে কাজ করছে।

শ্রেণিঃ সাবাই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক তন্তু
প্রাকৃতিক নামঃ ইউল্যালিওপসিস বিনাটা
ফ্যামিলিঃ পোয়াসিয়া (ঘাস জাতীয়)
প্রকৃতিঃ বহু বছর বাঁচে এমন ঘাসের গুচ্ছ
স্থানীয় নামঃ বাবুই ঘাস
যেখানে পাওয়া যায়ঃ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম জেলার অরণ্য সংলগ্ন এলাকায়

সাবাই

অরণ্য সংলগ্ন এলাকার জীবন বদলে দিচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ ও ইউনেস্কো-র উদ্যোগ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রামের সাবাই শিল্পীদের জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগে মেয়েরা সাবাই ঘাসের দড়ি বুনে বাজারে বিক্রি করতেন। কিন্তু বদলে যাওয়া সময়ে প্রাকৃতিক পণ্যদ্রব্যের নতুনভাবে চাহিদা তৈরি হওয়ায় তারা এখন ট্রে,বাস্কেট, ম্যাট, কোস্টার, বাক্স, ফোল্ডার, ব্যাগ, বিনস, ল্যাম্পশেড ইত্যাদি নানা ধরনের সামগ্রী তৈরি করছেন। দারিদ্র্য ও হতাশার জীবনকে পিছনে রেখে তারা হয়ে উঠেছেন স্বনির্ভর এবং আশাবাদী। চোখে পড়ার মতো আয় বেড়েছে তাদের, বেড়েছে জীবনযাপনের মান।

সাবাই বোনার প্রক্রিয়া

ঘাস থেকে দড়ি তৈরি করা

- ঘাস কেটে শুকিয়ে বান্ডিল করতে হবে।
- তারপর সেই ঘাস দৈর্ঘ্য এবং গুণমান অনুযায়ী বাছাই করতে হবে।
- ঘাস দিয়ে দড়ি বানাতে হবে
    - হাত দিয়ে ঘাস পাকিয়ে দড়ি বানাতে হবে।
    - এরপর তা একটা টুইস্টিং মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।
    - গাছের গুঁড়িতে ঘষে দড়ির অসমান জায়গাগুলি সমান করতে হবে।
    - তারপর দড়িগুলির বান্ডিল করতে হবে।

ঘাসগুলির বিনুনি করা

- বিনুনির জন্য ঘাসগুলি মোড়ানো।
- অসমান প্রান্তগুলি কেটে নেওয়া এবং পিটিয়ে মসৃণ করা।
- মসৃণ বিনুনিগুলি ব্যবহারের জন্য তৈরি।

রঙিন সামগ্রী তৈরির জন্য ঘাসগুলি রং করা

- প্রয়োজন অনুযায়ী ঘাস, দড়ি এবং বিনুনিগুলি রং করুন।
- জল গরম করুন এবং তাতে রং মেশান।
- ঘাস/দড়ি/বিনুনিগুলি ১৫-২০ মিনিট জলে ভিজিয়ে নিন।
- রং করা ঘাস/দড়ি/বিনুনিগুলি ভালোভাবে ধুয়ে নিন। রং করা ঘাসগুলি জিনিসগুলি তৈরির উপযোগী করে তুলতে শুকোতে দেওয়া।

সাবাই বোনার নানা প্রক্রিয়া

এলাকা অনুযায়ী সাবাই বোনার নানা প্রক্রিয়া রয়েছেঃ

১) বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় সাবাই ঘাস এবং তালপাতা একসঙ্গে বুনে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করা হয়।

২) ঝাড়গ্রামে সাবাই-এর বিনুনি করে তৈরি হয় ব্যাগ, বিনস এবং ট্রে।

৩) বাঁকুড়ার নানা জায়গায় ফোল্ডার এবং ল্যাম্পশেডের মতো আইটেম তৈরির জন্য তাঁত ব্যবহার করা হয়।

সাবাই শিল্পের কেন্দ্রগুলি

পুরুলিয়া

মৃগীচামি ও রাজোগ্রাম পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে অবস্থিত দুটি ছোটো গ্রাম। দুটি গ্রামেই কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ কম। বহুদিন ধরেই সেখানে জীবন ছিল কঠিন কিন্তু এখন গ্রামের অনেক মহিলা সাবাই হস্তশিল্প এবং সাবাই ও তালপাতা একসঙ্গে বুনে সুন্দর ও সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম করছেন। মহিলারা ট্রে, বাস্কেট, ম্যাট, কোস্টার, বক্স, ফোল্ডার, ঝুড়ি, কন্টেনার এবং ল্যাম্পশেডের মতো বাজারে ভালো দাম রয়েছে এমন ব্যবহারযোগ্য উদ্ভাবনী আইটেম তৈরি করছেন। বান্দোয়ানের সাতারা, কাররু, উদলবনি, গোলকাটা এবং মানবাজারের পয়সাগোড়া, গোয়ালপাড়া গ্রাম সাবাই শিল্পের জন্য বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ২০০ জনেরও বেশি শিল্পী পয়সাগোড়াতে কাজ করছেন যাদের বেশিরভাগই সাঁওতাল, শবর সম্প্রদায়ের মানুষ। সাবাই বোনা, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় থাকা এই মহিলাদের জীবন বদলে দিয়েছে। শুরু হয়েছে তাদের শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও নিজেদের হস্তশিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলার কাজ।

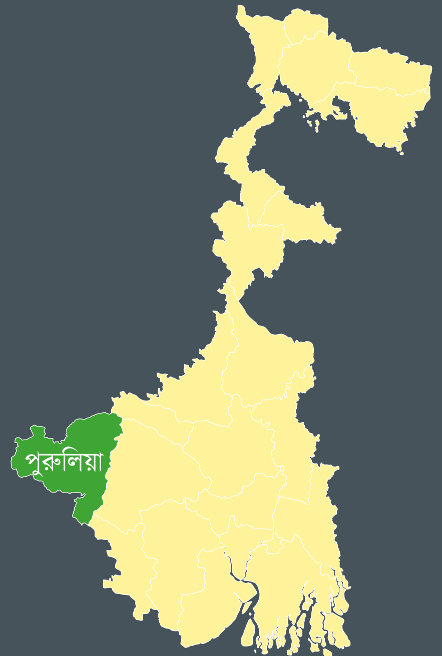

বাঁকুড়া

মুকুটমণিপুর বাঁকুড়ার একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্থল। পাশেই কংসাবতী নদী বয়ে চলেছে ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। এই অঞ্চলে অবস্থিত রানিবাঁধ ও খাতড়া সাবাই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। সাবাই এবং খেজুর পাতাকে একসঙ্গে বুনে আকর্ষণীয় পণ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়। রাওতাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত মহিষামুড়া গ্রামের মহিলারা সাবাই শিল্পকে কেন্দ্র করে উদ্যোগ গড়ে তুলেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই এলাকায় অনেক সাবাই শিল্পীর বসবাস। আগে এরা শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং বিনিময়ে সামান্য আয় হত। এই এলাকায় অনেক সাবাই ঘাস জন্মালেও - আগে এই শিল্পীরা শুধুই সাবাই দিয়ে দড়ি বানাত। কিন্তু এখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা সাবাই ঘাস দিয়ে বৃহত্তর বাজারে চাহিদা রয়েছে এমন সব উদ্ভাবনী পণ্যদ্রব্য তৈরি করছে।

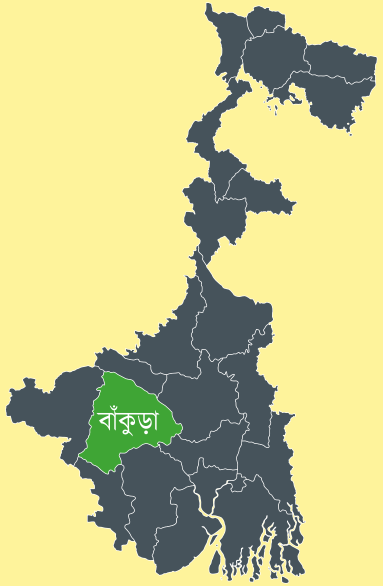

ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের চাঁদাবিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন চাঁদাবিলা, নারদা, রাইসোল এবং পুন্নাপানি গ্রামগুলি চারদিকে ঘন জঙ্গলে ঘেরা এবং সাবাই শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলে দুটি আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল রয়েছে — বাল্মীকি তপোবন এবং রামেশ্বর মন্দির। ঝাড়গ্রামের সাবাই শিল্পীরাও এখন আকর্ষণীয়, দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী পণ্যদ্রব্য তৈরি করছে যা সারা ভারতে বিক্রি হচ্ছে। মৃদুলা মাহাতো, ঝর্ণা পাত্র, প্রতিমা মাহাতো, কাকলি সাউ, কল্যাণী মাহাতো, ভারতী দত্ত এই অঞ্চলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সাবাই শিল্পী।

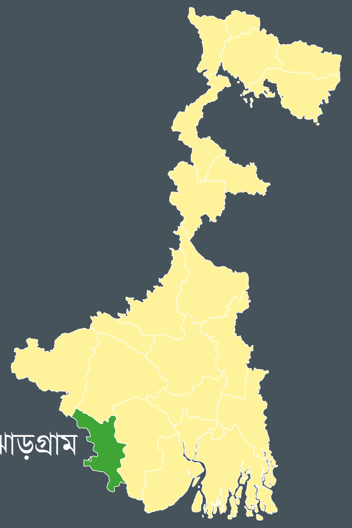

ঝাড়গ্রামের উৎকর্ষ কেন্দ্র -

সাবাই শিল্পে সৃজনশীল ভাবনা আরও বিস্তৃত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ ঝাড়গ্রামে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরি করেছে। এটি পরিচালনা করে অরণ্যসুন্দরী মহিলা মহাসঙ্ঘ নামে জেলার একটি এসএইচজি ফেডারেশন। এই সেন্টার বিভিন্ন গ্রামের স্বনির্ভর দলগুলিকে সরাসরি বিক্রির সুযোগ করে দেয়, তাছাড়া অন্যান্য ক্রেতাদের কাছেও স্বনির্ভর দলগুলি বিক্রি করে। এই সেন্টারে মহিলা হস্তশিল্পীদের সামগ্রিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা এবং বিকাশের কাজও হয়। একটি সাবাই মিউজিয়ামও এই সেন্টারে তৈরি হয়েছে। উৎকর্ষ কেন্দ্রে কাজের মান উন্নত করার জন্য গ্রামীণ শিল্পীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সাবাই শিল্পীরা

পুরুলিয়া

দীপালি মুড়া	9907026586
অশিমা তন্তুবায়	9749173911
বেবি মুন্ডা	9382716921
নিয়তি সিং	9476461696
সীমা মুর্মু	9748195166

ঝাড়গ্রাম

মৃদুলা মাহাতো	9064542734
ভারতী দত্ত	9064542734
কাকলি সাউ	8944018298
ঝর্ণা পাত্র	6295683992
প্রতিমা মাহাতো	8116911633
কল্যাণী মাহাতো	7029452147
রেখা মাহাতো	6296136771
	9547767078

বাঁকুড়া

জলি সর্দার	8145669144
শ্রাবণী তাঁতি	9564486154
ছবি কর্মকার	8695219531

সাবাই বুনন ও প্যাটার্ন

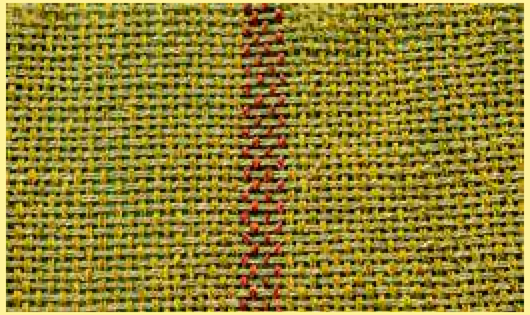

সাবাই সামগ্রী

গৃহসজ্জা

দেওয়াল সজ্জা

ব্যাগ এবং আনুষঙ্গিক

টেবিল সামগ্রী

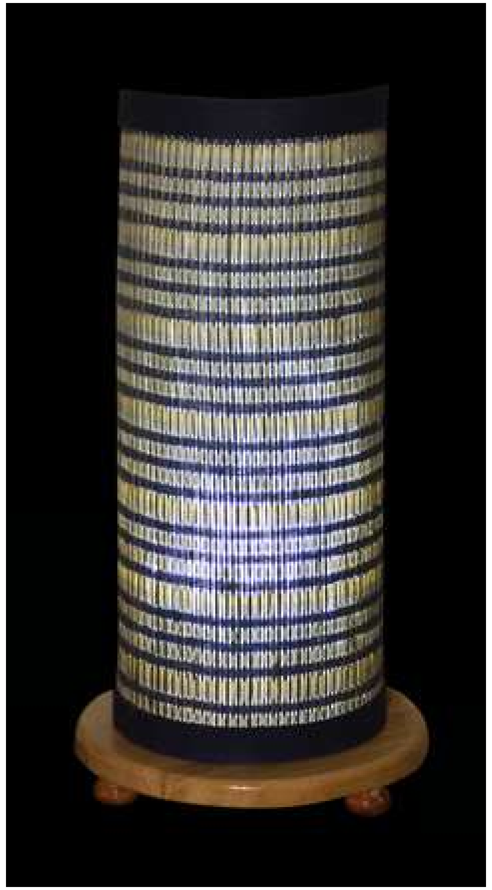

উদ্ভাবন

www.rcchbengal.com | www.naturallybengal.com

RuralCraftandCulturalHubs | NaturallyBengal
SabaiSangbad I purulialokoshilpo

rcch_bengal

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal